- বর্ষ ২০১৭
- সংখ্যা ০৪
- অক্টোবর- ডিসেম্বর

GHASHFUL

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ১৬ বছর

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

ঘাসফুল স্টলে প্রদর্শিত 'হাটহাজারীর মিষ্টি মরিচ' সম্ভাবনাময় পণ্য হিসেবে পুরস্কার লাভ

এবারে পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলায় ঘাসফুলের স্টলে প্রদর্শিত সম্ভাবনাময় পণ্য হিসেবে 'হাটহাজারীর মিষ্টি মরিচ' তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে। গত ৩ নভেম্বর ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পিকেএসএফ এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলা ২০১৭ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত মি. তরন ভ্যান খাওয়া, পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাবেক মুখ্য সচিব মোঃ আবদুল করিম। উল্লেখ্য মেলায় অংশগ্রহণকারী ৯০টি সহযোগী সংস্থার ১৩৩টি স্টলের মধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে সেরা স্টল এবং মেলায় প্রদর্শিত পণ্য সামগ্রীর মধ্যে তিন প্রতিষ্ঠানের তিনটি পণ্যকে সেরা সম্ভাবনাময় পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সম্ভাবনাময় পণ্যগুলোর মধ্যে- ১ম হয়েছে এস কে এস ফাউন্ডেশনের বাসক চা, ২য় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার চেঁওয়া সুটকী এবং ৩য় ঘাসফুলের হাটহাজারীর মিষ্টি মরিচ। এসময় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ বোর্ড মেম্বার ড. আবুল কাশেম, প্রফেসর এ.কে.এম. নুরুন নবী, পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড: মো: জসীম উদ্দিন, মো: ফজলুল কাদের, গোলাম তৌহিদ প্রমুখ। ➡ বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কার্যক্রম পরিদর্শনে পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করুন

সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থানীয় জনগণের সকল উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হবে। এলাকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে এ সমৃদ্ধি কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় দাতাদের সহযোগিতায়ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করা সম্ভব। আসুন আমরা সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করি। ঘাসফুল এবং পিকেএসএফ সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় হাটহাজারী গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় গত ২১ নভেম্বর স্থানীয় সৈয়দপাড়ায় সমৃদ্ধি কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান মুজিব। মতবিনিময় সভার পূর্বে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, পিকেএসএফ প্রতিনিধি দল, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে স্থাপিত সমৃদ্ধি কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন। তারও পূর্বে সকাল সাড়ে নয়টায় পিকেএসএফ এর প্রতিনিধি দলটি গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তারা ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম ও সমৃদ্ধ বাড়ি পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দল ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমে পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্য ➡ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

দরিদ্র মানুষের কল্যাণে .... ১ম পৃ:পর

রশিদা বেগমের সাথে কথা বলেন এবং তার বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। সবশেষে পিকেএসএফ প্রতিনিধি দল বেলা ১২টায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যালয়ে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের ৩৫ জন শিক্ষক ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমের ০৬ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের সাথেও মতবিনিময় করেন। এসময় প্রতিনিধি দলের প্রধান ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ জনগণের দোরগোড়ায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাতে শিক্ষক ও স্বাস্থ্যসেবিকাদের আরো আন্তরিকতার সাথে কাজ করার পরামর্শ দেন এবং সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর মহাব্যবস্থাপক ও সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র টিম লিডার মোঃ মশিয়ার রহমান, ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, পিকেএসএফ কর্মকর্তা লুৎফর রহমান ও মোঃ গোলাম মোর্শেদ হোসাইন, স্থানীয় ইউপি সদস্য ও কেন্দ্রের জন্য ভূমিদাতা সৈয়দ মোঃ জাহেদ, মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হুদা, খায়রুল ইসলাম ও আবু আহমদ, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রমের উপ-পরিচালক ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির ফোকাল পার্সন সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়ক মোহাম্মদ আরিফ ও মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ ঘাসফুলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনগ্রসর গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পদশালীদের.. .... শেষ পৃ:পর

পৃথিবীর বেশিরভাগ সম্পদ অল্পকিছু মানুষের হাতে চলে গেছে। তাই আমরা সামগ্রিকভাবে মানুষের উন্নয়ন হয়েছে বলে ধরে নিতে পারি না। নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যের (এমডিজি) বিভিন্ন খাতে শুধু গড় অগ্রগতির কথা বলা হয়। গড়ের হিসাবে কিছু মানুষ ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত হচ্ছে। মানুষের আয় ও সম্পদের বৈষম্য অবিশ্বাস্যভাবে বেড়েছে। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল, রাশেদা কে. চৌধুরী, সিপিডির বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী, ইউএনডিপির ভারপ্রাপ্ত আবাসিক প্রতিনিধি কিয়াকো ইউকোসুকো এবং সিপিডির গবেষক তৌফিকুল ইসলাম খান প্রমুখ। সম্মেলনে ঘাসফুলের প্রতিনিধি হিসেবে এসডিজি প্ল্যাটফর্মের সংস্থার পক্ষে কমিউনিকেশন ফোকাল পার্সন সৈয়দ মামুনূর রশীদ অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি ও সেমিনার শেষে বারটি ঘোষণার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সম্মেলন শেষে ঘোষণা প্রদানকালে বলা হয়; নিম্নলিখিত দাবিসমূহ উত্থাপনের মাধ্যমে আমরা একটি ন্যায় ও অধিকারভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ব যেখানে কাউকে পেছনে রাখা যাবে না। আমাদের কর্মকান্ডে আমরা এ অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করব, মানুষকে সচেতন করব, তাঁদের সক্ষমতা বাড়াব। এ প্ল্যাটফর্ম এসব উদ্যোগ সমন্বয়ের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। ঘোষণাগুলো হলো; ১. বাংলাদেশের প্রান্তিক, সুবিধা বঞ্চিত ও বিপন্ন জনগোষ্ঠী উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে ঃ ক) যথাযথ নীতি-কাঠামো প্রণয়ন এবং তার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ। খ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি পরিকল্পনা ও আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। গ) নীতি-কাঠামো প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট নাগরিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্তি। ঘ) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে স্বচ্ছ এবং প্রাধিকারপূর্ণ অর্থ বরাদ্দ। ২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে। সে জন্য প্রয়োজন ঃ ক) যৌথ অংশিদারিত্বের নীতি প্রণয়ন। খ) কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিশ্চিতকরণ। গ) বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ এবং এ কার্যক্রমে নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ। ৩. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূচকের প্রেক্ষিতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান নির্ণয়ে প্রয়োজনীয় বিভাজিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। ৪. প্রান্তিক, সুবিধা বঞ্চিত ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর আইনি সুরক্ষা তথা আইনের শাসন কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সকল বৈষম্যমূলক আইন সংস্কার করতে হবে। ৫. জনগণের প্রত্যাশার নিরিখে ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে খসড়া 'বৈষম্য বিলোপ আইন' জাতীয় সংসদে অনুমোদন দিতে হবে। ৬. পার্বত্য শান্তি চুক্তি এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন আইন দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ৭. নারীসহ সকল নাগরিকের সম্পদ ও আয়ের উপর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যকর আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপক নিতে হবে। ৮. যুব সমাজের কর্মসংস্থানের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও তার আশু বাস্তবায়ন করতে হবে। ৯. সরকারি/খাস জমি ও অন্যান্য সম্পত্তিতে প্রান্তিক, সুবিধা বঞ্চিত ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে প্রাধিকার দেওয়ার ঘোষনাকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। ১০. সমাজের বিপন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থে প্রণীত বিশেষ আইন/নীতিসমূহ, যেমন- বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন, ২০১৩; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১, জাতীয় শিশুশ্রম নির্মূল নীতি ২০১০, উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫, জাতীয় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-১৫, এবং বাদ পড়া সকল অধিবাসী জনগোষ্ঠীকে তালিকা ভূক্তিকরণের মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০' কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ১১. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং তথ্য সকলের অধিকার নিশ্চিত করে নাগরিক সমাজের জন্য মুক্ত চিন্তার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ১২. আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে প্রান্তিক, সুবিধা বঞ্চিত ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে অঙ্গীকার ও সেগুলোর বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের লগো প্রদর্শনী

মেখল ইউনিয়নে ঘাসফুলের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যক্যাম্প ও চক্ষুক্যাম্প সম্পন্ন

গত ১৯ অক্টোবর, ২৩ নভেম্বর ও ২০ ডিসেম্বর মেখল ইউনিয়নের যথাক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর-মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পেশকার বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেডিসিন, মা ও শিশু, ডায়াবেটিক এবং দন্ত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা দিনব্যাপী ৩টি স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। মেখল ইউনিয়নের ভিন্ন ভিন্ন তিনটি স্থানে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে মোট ১১০১ জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা ও ৪৮৫ জন রোগী চক্ষুসেবা গ্রহণ করে। এসব স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্পের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের ৪নং ওয়ার্ডের সদস্য মোহাম্মদ ওসমান শিকদার। উপস্থিত ছিলেন দঃ পূর্ব মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শারমিন আক্তার, ১,২,৩নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত ইউপি সদস্য বেবী আক্তার, হাজী মোঃ মহসীনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উত্তর-মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন উত্তর মেখল বায়তুল লেক্কা জামে মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ জুননুরাইন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব এস.এম রফিক হাসান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক সরওয়ার মোর্শেদ, প্রবীণ কমিটির ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ আবুল কালাম মাষ্টার, মেখল ইউনিয়ন পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য মোহাম্মদ কাইয়ুম, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মহিলা ইউপি সদস্য বেবী আক্তার। পেশকার বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন ৫নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোহাম্মদ আমির হোসেন। এতে উপস্থিত ছিলেন পেশকারবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহীন আরা খানম, ৪,৫,৬নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য খুরশীদা আক্তার, ঘাসফুল এর সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম উদ্দিন, শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ ওসমান, মোঃ আনিছ, স্থানীয় কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ উল্যাহ। আয়োজিত ক্যাম্পের উদ্বোধনকালে ঘাসফুলের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কমিউনিটি ভিত্তিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমের ভূয়ষী প্রসংশা করে বক্তাগণ বিভিন্ন পরামর্শমূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং ঘাসফুলের এই উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত রেখে

➡ বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল আয়োজিত গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের স্বাস্থ্যক্যাম্পে ইউপি চেয়ারম্যান

এলাকার মানুষ ঘাসফুলকে পেয়ে উপকৃত হচ্ছে

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুলের বাস্তবায়নে হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচি'র আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, শতভাগ স্যানিটেশন, স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন, কেঁচো সার উৎপাদন, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নসহ নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গত ২৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ ছাদেক নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এক স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেডিসিন, হৃদরোগ, ডায়াবেটিক এবং মা ও শিশুরোগ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। ক্যাম্পে মেডিসিন ও হৃদরোগ বিষয়ে ৫৩ জন, ডায়াবেটিক বিষয়ে ১০১ জন, মা ও শিশুরোগের ৬১জনসহ মোট ২১৬জন রোগী চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। ক্যাম্প পরিচালনায় ছিলেন হৃদরোগ, মেডিসিন ও বাতজ্বর বিশেষজ্ঞ ডাঃ কাজী শামীম আল হাসান, মা ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রুশমিলা ফেরদৌস। স্বাস্থ্যক্যাম্পের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মুজিব। এ সময় তিনি বলেন, ঘাসফুল অত্র এলাকার দরিদ্র মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন অধিকার নিশ্চিত করতে যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। অবহেলিত এই জনপদের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার এই কাজ প্রসংশনীয়। তিনি আরো বলেন গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে কোনো ভালো ডাক্তার ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থায় এলাকার মানুষ ঘাসফুলকে পেয়ে উপকৃত হচ্ছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ছাদেক নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রতিমা রানী পাল, গুমান মর্দ্দন ইউপি মেম্বার আবদুল জব্বার, দিদারুল আলম, জামাল উদ্দিন, মহিলা মেম্বার লাকি আকতার, প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সুলতানুল আলম চৌধুরী, প্রবীন কমিটির সদস্য ফসিউল আলম এবং ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রমের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ আরিফ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

সমৃদ্ধির আরো সংবাদ ১০ ও ১১পৃষ্ঠায়

আর্থিক দৈন্যতার মধ্যেই উদ্যোক্তা হয়েছেন মোঃ মামুন

কুমিল্লা লাকসাম উপজেলার ভাকড়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে মো: মামুনের জন্ম। পারিবারিক আর্থিক অনটনের কারনে লেখাপড়া আর বেশি দূর এগুতে পারেনি। মাত্র ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। দুই বোন ও এক ভাইয়ের সংসারে মামুন বড় ছেলে। দরিদ্র পরিবারের সন্তান পড়ালেখায় ভাল থাকা সত্ত্বেও মামুন ৮ম শ্রেণির গন্ডি পেরিয়ে আর এগুতে পারেনি। আয়-রোজগারের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান চট্টগ্রাম শহরে। শহরে এসে তিনি পাঠানটুলীতে গ্যাসের চুলার দোকানে চাকুরী নেন। প্রথমে তিনি দোকানে ফুট-ফরমায়েশ খাটতেন। মেধাবী মামুন দোকানে চাকুরীকালে খুব অল্পসময়ে গ্যাসের চুলা তৈরীর প্রযুক্তি, বিপনন এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাপনা আয়ত্বে নিয়ে আসেন। নিজে কিছু করার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাকে দীর্ঘ ০৯ বছর দোকানে চাকুরী করতে হয় নিজেকে প্রস্তুত করতে। অবশেষে আসে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাহেন্দ্রক্ষণ। মামুন উদ্যোগ নেয় অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে। ছোট্ট পরিসরে ছোট্ট একটি পরিত্যক্ত রুমে আগ্রাবাদ কাটা বটগাছ এলাকায় শুরু করে গ্যাসের চুলা বানানোর কার্যক্রম। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তার স্বপ্ন, বাড়তে থাকে বাণিজ্য। এক সময়

দেখা যায় তার যে পরিমান পুঁজি তা দিয়ে ব্যবসা বাড়ানো সম্ভব নয়। ঘাসফুল শুরু থেকেই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দিন পরিবর্তনে কাজ করছে। তারই অংশ হিসেবে একটি কাজ হলো তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে তোলা - যাতে সমাজের সবক্ষেত্রে মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে একদিন ঘাসফুল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা মামুনকে খুঁজে পায় ২০১৫ সালে। তারপর শুরু হয় ঘাসফুলের সাথে মামুনের দিন পরিবর্তনের ইতিহাস। বর্তমানে তার পুঁজি প্রায় ১৩ লক্ষ। বার্ষিক বিক্রয় হয় ৭২-৭৫ লক্ষ, বার্ষিক উৎপাদন ১২-১৫ হাজার পিছ। তিনি নিজে, তার ছোটভাই ছাড়াও বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন ১০/১২ জন কর্মী। সব খরচ বাদ দিয়ে প্রতিবছর তার লাভ থাকে প্রায় ৬/৭ লক্ষ টাকার মতো। তিনি নিজ কর্ম-সংস্থানের পাশাপাশি অন্য আরো দশজনের কর্ম-সংস্থান তৈরী করেছেন. গ্যাসের চুলা আমদানির পরিমাণ কমিয়ে দেশের অর্থ দেশে রাখতে ক্ষুদ্র ভূমিকাও রেখে যাচ্ছেন। পারিবারিক জীবনেও উদ্যোক্তা মোঃ মামুনের ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তার দুই বোন ও এক ভাই। দুই বোনকে এইচএসসি পাশ করিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। ভাই লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়লে তাকে নিজের ব্যবসায় নিয়ে আসেন। পরে বাবা-মাকেও কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে আসেন। দরিদ্র পরিবারে স্বচ্ছলতা নিয়ে আসেন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং বর্তমানে তার এক ছেলে ও এক মেয়ে।

তরুণ উদ্যোক্তা সুজনের 'মায়ের দোয়া লাইট হাউজ'

হাটহাজারীর গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের ছাদেকনগর গ্রামের তরুণ মো: সুজন। পড়ালেখায় স্কুলের গন্ডি না পেরোলেও তিনি উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে একটি টেকসই চার্জলাইট তৈরি করতে সক্ষম হয়। শুরুতে তিনি গ্রামের হাট-বাজারগুলোতে স্বল্প পরিসরে বিক্রি শুরু করেন। বাজারে সুজনের পণ্য জনপ্রিয়তা পেলে ২০১৫ সালে তিনি তা ব্যাপক পরিসরে শুরু করার উদ্যোগ নেন। এ সময় ঘাসফুল তার পাশে দাঁড়ায়। সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় আয় বৃদ্ধিমূলক ঋণখাতে সুজন সর্বমোট তিনলক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তার চলমান ব্যবসা বড় আকারে শুরু করেন। তিনি স্থানীয় সরকারহাটে 'মের্সাস মায়ের দোয়া লাইট হাউস' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেন। দামে সস্তা এবং টেকসই হওয়ায় একসময় তার পণ্যের বেচাবিক্রি আরো বাড়তে থাকে। তিনি হাটহাজারী ও আশপাশ এলাকার প্রায় ৫/৬ টি বাজারে পাইকারী বিক্রেতাদের কাছে উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ করে আসছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির মাসিক উৎপাদন এবং বিক্রির পরিমাণ ৮০০ থেকে ৯০০ পিস এবং লাভের হার ২৫% প্রায়। সুজন তার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক কার্যক্রমে ছোটভাই, মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও বেতনভুক্ত হিসেবে যুক্ত করে নেন। শহর থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

যন্ত্রাংশ কিনে সেগুলি বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগিয়ে চার্জলাইট, ছোট ফ্যান বানিয়ে প্রতিটি আশি টাকা দামে বিক্রি করেন তিনি। সুজনের মুল প্রোডাক্ট হলো বিভিন্ন ডিজাইনের চার্জলাইট, চার্জযুক্ত টেবিলফ্যান। সুজন তার সমসাময়িক প্রজন্মের কাছে অনুসরনীয়। কারণ তিনি স্বল্প শিক্ষিত হলেও বেকার সময় নষ্ট না করে নিজ উদ্যোগে একটি সফল ব্যবসা গড়ে তুলেন। এতে তার বেকার জীবনে যেমন গতি এসেছে তেমনি পরিবারে এসেছে স্বচ্ছলতা। সুজনের পরিবারে বৃদ্ধ বাবা-মা, ছোটভাই ও দুইবোন নিয়ে সংসার। তিনি নিজে এখন পরিবার চালায়। নিজে পড়ালেখা শেষ করতে না পারলেও ভাইবোন সবাইকে পড়ালেখা করাচ্ছেন। সুজনের ইচ্ছে ব্যবসার পরিধি বাড়িয়ে আরো বহুমুখি করার পাশাপাশি তার ছোট ভাই-বোনকে উচ্চ শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। সুজন শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবেন তা নয় তিনি এলাকার বেকার যুবকদের নিয়েও ভাবছেন। তিনি তার প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিক ও ইলেট্রনিক্র বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। **সুজন জানান চাকুরী না পেয়ে বেকার যুবকরা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা না করে টেকনিক্যাল কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজে লেগে গেলে সফলতা নিশ্চিত।** তিনি তার গ্রামের বেকার সমস্যা সমাধানে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহায়তাও অব্যাহত রেখেছেন।

সম্পাদকীয়

শিশু পেলে অধিকার, খুলবে নতুন বিশ্বদ্বার

সমাজে শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা একটি জাতির জন্য সভ্যতার মাপকাঠি। শিশুর জন্য নিরাপদ শৈশব এবং আনন্দময় শিক্ষা নিশ্চিত করা শিশু অধিকার বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ। শিশু অধিকার নিশ্চিত হলেই নিরাপদ ও আনন্দময় শৈশব নিশ্চিত হয়। একটি সভ্য ও সমৃদ্ধ জাতি বিনির্মাণে ওই জাতির শিশুদের প্রকৃত ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই প্রথম ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ আমরা সকলেই জানি আজকের শিশু আগামীদিনের ভবিষ্যত। এজন্য আমাদের পরিবার, সমাজ, স্কুল এবং কর্মজীবী শিশুদের কর্মক্ষেত্রসহ সর্বক্ষেত্রে শিশু নির্যাতন নির্মূল করার পাশাপাশি শিশুদের জন্য খেলাধুলা ও ভারমুক্ত আনন্দময় শিক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য। এছাড়াও শিশু অপহরণ, শিশুপাচার প্রতিরোধে কঠোর অবস্থান এবং সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, গণপরিবহনসহ শিশুদের চলাচলে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়াও অত্যন্ত জরুরী। এক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরী বিষয় হলো শিশু অধিকার বাস্তবায়নে কোন বিশেষ শ্রেণি নয় বরং সর্বস্তরের শিশুদের উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসা আবশ্যক। কারণ শরীরের একটি অংশে ক্ষত রেখে বাকী অংশ যন্ত্রণামুক্ত রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং শিশুদের কল্যাণে গৃহিত সকল জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক কর্মকান্ডে কারারুদ্ধ শিশু, পথশিশু, কর্মজীবী শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, যুদ্ধশিশু, উদ্বাস্তু ও শরণার্থী শিশুসহ সবধরণের শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ সুযোগ ও সহায়তা বন্টনে সবধরণের শিশুদের জন্য সমান সুযোগ ও সাম্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এভাবে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিশুদের অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একটি সভ্য, মানবিক ও দক্ষ জাতি বিনির্মাণ, আগামীর শান্তিময় ও সুন্দর বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব। ইদানিং প্রযুক্তির উৎকর্ষে শিশুদের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনি অনেক নেতিবাচক প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ধরণের উন্নত ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের মাধ্যমে শিশুরা গেমস্ ও পর্ণোছবির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। তারা মাঠের খেলাধুলা ও পরিবারের সাথে গল্প ভুলে সারাক্ষণ গেমস-এ ডুবে থাকে, এমনকি তারা মাঠের ফুটবল, ক্রিকেটসহ নানাধরণের খেলাধুলাও মাঠের পরিবর্তে ভার্চুয়াল জগতে খেলতে পছন্দ করছে। এধরণের আসক্তি শিশুদের যেমন পরিবার ও সমাজবিমুখ করে তুলছে তেমনি মানসিক বিকাশও বাধাগ্রস্থ করছে। এক্ষেত্রে এলাকায় মাঠের স্বল্পতা যেমন দায়ী তেমনি আমাদের কার্যকর ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থতাও সমান দায়ী। অর্থনৈতিকভাবে উদীয়মান দেশ হিসেবে বাংলাদেশে প্রায়ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ব্যস্ত থাকছেন কাজে। মা-বাবার এধরণের ব্যস্ততার ফলে ঘরে অবস্থানরত শিশুরা একাকীত্ব ঘুচাতেও আসক্ত হয়ে পড়ছে এধরণের ক্ষতিকর কাজে। সবকিছু বিবেচনায় শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও গঠনমূলক সমাজ তৈরীর মধ্যদিয়ে নিশ্চিত করতে হবে তাদের ভবিষ্যত। আমাদের সন্তানদের জন্য উন্নত ও মানবিক ভবিষ্যত নিশ্চিত করার মাধ্যমে আগামীতে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবিক বিশ্ব রচনা করা সম্ভব। এবারের শিশুদিবসের প্রতিপাদ্য ছিল, 'শিশু পেলে অধিকার, খুলবে নতুন বিশ্বদ্বার'। বাংলাদেশে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার এ দিবসটি পালন করা হয়। এই দিবসের মধ্য দিয়ে শুরু হয় শিশু অধিকার সপ্তাহ। শিশু অধিকার দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে শিশুদের কল্যাণে নানাধরণের বার্তা পৌঁছানো হয় সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বদরবারে-যা সমাজ পরিবর্তনে বড়ধরণের ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। আসুন আগামীতে সুন্দর বিশ্ব বিনির্মাণে আজকের শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ করি! আগামী সভ্য বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করি।

পরিবেশবান্ধব জৈব চাষাবাদ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রার চাহিদা মেটাতে বিশ্বব্যাপী দ্রুত কমছে কৃষিজমি, বন, পাহাড়, হাওর-বাওড়। উৎপাদনের তুলনায় বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার যোগান সামলাতে আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তির ফসল হলো অধিক উৎপাদন। বর্তমানে কৃষিপ্রযুক্তি অনেকক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ উৎপাদন সক্ষম হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য সংস্থান করতে কৃষিপ্রযুক্তির এই উদ্যোগ ছিল অপরিহার্য। এক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে বর্ধিত উৎপাদনে যে সমস্ত রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে দেখা যায়; সাময়িক উৎপাদন বাড়লেও দীর্ঘমেয়াদি জমির উর্বরতা কমে যাওয়ার পাশাপাশি ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পরিবেশ ও প্রতিবেশ। ব্যাহত হচ্ছে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু প্রবাহের প্রাকৃতিক চক্র। আমরা সকলেই জানি জলবায়ুর পরিবর্তনে আজ পরিবেশ বিপর্যস্থ। এধরণের বিবিধ কারণে পরিবেশ এখন সকলের দুশ্চিন্তার বিষয়। এমতাবস্থায় পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করতে পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হলো জৈব কৃষি বা জৈবচাষাবাদ। জৈবকৃষি হচ্ছে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহার না করে জৈব পদার্থের পুনঃচক্রায়ন যেমন কম্পোস্ট ও শস্যের অবশিষ্টাংশ, ফসল আবর্তন ও সঠিক ব্যবস্থাপনায় জমি চাষাবাদের মাধ্যমে মাটি ও ফসলের উত্তম অবস্থা বজায় রাখা। এ সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুস্থ, সবল ও বিষমুক্ত উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়। এ ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে যে সকল বিষয় বিবেচনা করা হয় তা হলো; মাটির উর্বরতা ও মাটির গুণাগুণ বজায় রাখা, উৎপাদন ক্ষমতা ঠিক রাখা এবং ক্ষেত্র বিশেষে বৃদ্ধি করা, ক্ষতিকর রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার রোধ করে স্বাস্থ্যহানী কমানো, পরিবেশকে সংরক্ষণ করে পরবর্তী বংশধরদের জন্য পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য রাখা। জৈবকৃষির নীতি হলো উদ্ভিদ ও প্রাণী পুষ্টির পুনঃচক্রায়ন, বিষমুক্ত উর্বর ও উৎপাদিকা শক্তি সম্পন্ন মাটি তৈরি করা। প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি অনুসরণ করে বালাই ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকহারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও উন্নয়ন। এ প্রেক্ষাপটে এককথায় সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য পরিবেশবান্ধব কৃষি জরুরী প্রয়োজন। আমরা জানি জৈবকৃষিতে বিভিন্ন অভিনব ব্যবস্থা অনুসরণ করে ফসল উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ, খাদ্য উৎপাদন ও পানি ব্যবহার নিশ্চিতের পাশাপাশি স্থানীয় পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বংশানুগতভাবে সমন্বিত ও সুষ্ঠু হয় এমন গাছপালা বা ফসল নির্বাচন করা। এ ধরনের কিছু পদ্ধতি হলো; সারিবদ্ধ ফসল, বেড়া ফসল, মিশ্র বা আন্তঃফসল, সাথী ফসল, শস্য পর্যায়, আচ্ছাদন ফসল, সবুজ সার, মালচিং বা আচ্ছাদন, কৌশলী ফসল, প্রতিরোধী ফসল, সহায়ক ফসল এসব। সাধারণত জৈবসারের উৎস হচ্ছে খামারজাত, কম্পোস্ট, আবর্জনা সার,

➡ বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল এর বিভিন্ন শাখায় ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ঘাসফুলের বিভিন্ন শাখায় গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর'১৭) ৭৯জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৪,৪২,৯২৮/- (চৌদ্দ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শত আটাশ) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৫,৯২,১৪৭/- (পাঁচ লক্ষ বিরানব্বই হাজার একশত সাতচল্লিশ) টাকা। তাছাড়া দাফন-কাফন বাবদ ৩,৯০,০০০/- (তিন লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ইসলামিয়া ইস্পাহানী আই ইনস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায় ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে ঘাসফুল ভিশন সেন্টার। গত তিনমাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর'১৭) ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর, পত্নীতলা, সাপাহার, আইহাই উপজেলায় মোট ৮টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	০৩	২৭১	৬৮	৪৪
পত্নীতলা	০২	৩১০	৩৩	১৯
সাপাহার	০২	২১৪	৩৯	২৬
আইহাই	০১	১১৭	১৯	১২
মোট	০৮	৯১২	১৫৯	১০১
ক্রমপুঞ্জিভূত	১৩৭	১৮৫৬৩	৩১৯৯	১৭৭০

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪০৫৩
সদস্য সংখ্যা	৬২৯০৯
সঞ্চয় স্থিতি	৪৪২১৬৫৪২৮
ঋণ গ্রহীতা	৫০৫৫০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরন	১১২৪৯৯৫২৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১০৩২৫৪৬১৪৫২
ঋণ স্থিতির পরিমান	৯২৪৪৯১২৪৮
বকেয়া	৩৭৯৮৫৭৬৩
শাখার সংখ্যা	৪৭

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

তিন মাসের (অক্টোবর-ডিসেম্বর'১৭) নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	১১৬১
টিকাদান কর্মসূচি	৪০০
পরিবার পরিকল্পনা	১৮২৫
নিরাপদ প্রসব	৬৮
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	৬৪৮১
হেলথ কার্ড	৪৯৬

ঘাসফুলের নবায়নযোগ্য জ্বালানী কার্যক্রমের আওতায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন

ইডকলের সহযোগীতায় ঘাসফুল বায়োগ্যাস কার্যক্রমের আওতায় নওগাঁ ও চট্টগ্রাম জেলায় তিন মাসে ৭টি এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩১২টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ' ২০১৭

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন, শিশু একাডেমি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অংশগ্রহণে গত ১১অক্টোবর থেকে ১৭অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালিত হয়। বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ' ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "শিশু পেলে অধিকার, খুলবে নতুন বিশ্ব দ্বার"। জেলা প্রশাসন চট্টগ্রাম ও স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা সমূহের সমন্বয়ে যৌথভাবে দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের পূর্বে শিশু একাডেমি মাঠে বেলুন উড়িয়ে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের উদ্বোধন শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের উপ-পরিচালক (স্থানীয় সরকার) মোঃ নায়েব আলী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিশু একাডেমির জেলা সংগঠক নারগীস সুলতানা। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ৬জন কিশোরীর একটি দল অংশগ্রহণ করে।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র ৩৬ বছর

শিশুদের মনোসামাজিক বিকাশ ও আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তোলায় কাজ করছে

গত তিন মাসে শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৮৭.২৫%। শিক্ষার্থীদের অংকন শেখানো হয়- পেঁপে, আম, কাঁঠাল ও শহীদ মিনার। এছাড়া নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, সচেতনতামূলক ক্লাস ও অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। সরকারি স্কুলে ভর্তি হওয়া ২৭ জন শিক্ষার্থীর পড়ালেখার ফলোআপ করা হয় যাদের বয়স ৪-৫ বছর।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই) পরীক্ষায় ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের সাফল্য

প্রতিবারের মতো এবারও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই) পরীক্ষায় ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের তেইশ জন ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করে এবং ৯৮% কৃতিত্বের সাথে পাস করে। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি রইলো আন্তরিক অভিনন্দন।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ। এতে অংশগ্রহণ করে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীরা। কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন বিভাগীয় কমিশনার আবদুল মান্নান। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) হাবিবুর রহমান। কুচকাওয়াজ শেষে বিভাগীয় কমিশনার আবদুল মান্নান নিকট হতে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী।

ঘাসফুল আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থীদের চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ এবং পুরস্কার লাভ

গত ২৭-২৮ অক্টোবর দুই দিনব্যাপি সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুল এন্ড কলেজ মিলনায়তনে শিল্পী শওকত জাহানের উদ্যোগে ও পরিচালনায় চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থীদের আঁকা চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পায়। চিত্র প্রদর্শনীতে ১৪ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে এবং ৫জন শিক্ষার্থী ১ম পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কার প্রাপ্ত ঘাসফুল আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থীরা হলো- মাবিয়া সুলতানা, তাসনিয়া সুলতানা, সানজিদা কুদ্দুস সামিরা, কায়েস ও অমৃতা বড়ুয়া।

দীপশিখা অনুষ্ঠান ২০১৭ উদ্‌যাপন

ঘাসফুল ইএসপি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার অর্জন

প্রতি বছরের মতো ব্র্যাক গত ২৭ ডিসেম্বর কাজির দেউড়ীস্থ ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে ইএসপি ও বিইপি শিক্ষার্থীদের নিয়ে দীপশিখা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল পরিচালিত পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়নের ৪টি স্কুলের ৬জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় (নাচ, গান) ঘাসফুলের ৪ জন শিক্ষার্থী পুরস্কার লাভ করে। এদের মধ্যে ২জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী। পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলো- নয়ন উদ্দিন, প্রমি আক্তার, নাহিদা সুলতানা ও তাসমেরী সুলতানা।

পরিবেশবান্ধব জৈব চাষাবাদ....

৫ম পৃ: পর

জৈবিক নাইট্রোজেন সংযোগকারী বা বিএনএফ উদ্ভিদ ও জৈব উৎস হতে পাওয়া অন্যান্য বর্জ্য পদার্থসমূহ, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, শুকনো রক্ত, হাড়ের গুঁড়া, সবুজ সার, অ্যাজোলা, ছাই ইত্যাদি। এছাড়াও পচানো তরল গোবর ও কিছু পচা সবজি। জৈবকৃষি প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু উদ্ভিদের পাতা, কান্ড, ডাল, মূল বা বাকলের রস কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে; ধুতরা, ভেন্নার তেল, রেড়ি, বন্য তামাক, পেঁপে, শিয়ালমুথা, আফ্রিকান ধৈঞ্চা, বিশকাটালি, নিম, নিশিন্দা, অড়হর, তুলসীপাতা, ডোলকলমি, টমেটো-গাছপাতা, ল্যান্টানা, মেক্সিকান গাঁদা, পাটের বীজ, নিম, মেহগনি প্রমুখ। এসব ভেষজ বা উপকারী গাছপালার রয়েছে বহুবিধ ব্যবহার। এতদাঞ্চলে অনেক প্রকার গাছ-গাছড়া রয়েছে যেগুলো পশুপাখির নানা চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। যেমন বন্য তামাকের পাতা ঘষে দিয়ে পশুর চর্মরোগে নিরাময় করা সম্ভব, গ্লিরিসিজিয়া পাতা পানিতে সিদ্ধ করে সে পানি গরুর উকুন ও আঠালি দমনে ব্যবহার করা যায়। তুলসীপাতা দিয়ে আমের পোকা দমন করা যায়। এসব প্রাকৃতিক ঔষধ সম্পর্কে সাধারণত মানুষ তেমন একটা জ্ঞাত নয়। এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচারণা প্রয়োজন। প্রচারণার অভাবে অধিক ফসল ফলন পেতে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। বালাইনাশক তথা কীটনাশক ব্যবহার ছাড়া ভালো ফলন পাওয়া যায় না বলে চাষীরাও এসবের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী অধিক চাহিদার কৃষি ব্যবস্থায় রাতারাতি সম্পূর্ণভাবে রাসায়নিক সার পরিহার করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ক্রমাগত রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জৈব চাষাবাদের দিকে এগুতে হবে এবং জমির ফলন স্বাভাবিক বা ক্ষেত্রবিশেষ বেশী ফলন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আস্থা অর্জন করতে হবে। অথচ রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, মাটির গুণগতমান নষ্ট হচ্ছে যা উদ্ভিদ-ফসলে ব্যাপকভাবে প্রভাব পড়ছে, ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে জীববৈচিত্র্য। পরিবেশসম্মত বা পরিবেশবান্ধব কৃষি বাস্তবায়ন করতে হলে জৈবকৃষির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। জৈবকৃষিতে জৈবসার, জৈব বালাইনাশক, জৈব ব্যবস্থাপনা প্রধান। আইসিএম-আইপিএম পদ্ধতির মাধ্যমে কীটনাশকের ব্যবহার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেকখানি কমে যাবে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। জৈবিকভাবে ফসলের বালাই দমন আইপিএমের একটি লাগসই প্রযুক্তি যা সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। জৈবিক পদ্ধতিতে বালাই দমন ব্যবস্থাপনায় যে সব উপাদান-পণ্য রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো উপকারী বন্ধু পোকার লালন ও পোকার সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করা। জৈবচাষাবাদের পাশাপাশি আমাদের এসব উৎপাদিত ফসল বিপণন, বাজারজাতকরণেও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং চাষীদের মাঝে প্রচারণা ও প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। ভ্যালু-চেইন- ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈব উপায়ে উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করে কৃষকেরা যদি লাভের বেশীরভাগ অংশ ঘরে তুলতে পারে তবে তারা এ প্রক্রিয়ায় চাষাবাদে উৎসাহিত হবে। এতে করে জৈবচাষাবাদ টেকসই হবে-যা পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয় জৈবচাষাবাদের সুফল পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি, মানুষের সু-স্বাস্থ্য রক্ষায়ও অশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে-যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে অত্যন্ত জরুরী।

"স্বাস্থ্য আমার অধিকার"

বিশ্ব এইডস দিবস' ২০১৭ উদ্‌যাপন

চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে প্রতিবারের মতো এবারও ১ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পালিত হয় বিশ্ব এইডস দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'স্বাস্থ্য আমার অধিকার।' বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে সকাল ৯টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় প্রেস ক্লাব থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে তা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে চট্টগ্রাম জেলার সিভিল সার্জন ডা: মো: আজিজুর রহমান সিদ্দিকী এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক ডা: উ-খ্যে-উইন। আরো উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা: মোঃ আজিজুর রহমান ও ডা: নুরুল হায়দার। সভায় এইডস রোগের বিভিন্ন দিক, রোগ বিস্তার ও প্রতিরোধ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বক্তারা এইডস প্রতিরোধে সকলকে এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানান এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থাসহ ঘাসফুলের কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম নগরীতে বন্ধ হলো বাল্যবিয়ে...

শেষ পৃ: পর

যোগাযোগ শুরু করে এবং বিয়েটি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। সকলের অদম্য টানা চব্বিশ ঘন্টা প্রচেষ্টার ফলে ০৪ অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মমিনুল রশিদের সহায়তায় ও সিডিএ চেয়ারম্যান আবদুচ ছালাম এর মধ্যস্থতায় বাল্যবিয়েটি বন্ধ করতে সক্ষম হয় এবং বিষয়টি বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়। প্রশাসনের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং ঘাসফুল কর্মকর্তাদের কার্যকর উদ্যোগের ফলে এধরনের একটি বাল্যবিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এধরনের শুভ উদ্যোগের ফলে বেঁচে যায় একটি জীবন! একটি সুন্দর ভবিষ্যত!

অটিজমে আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসার্থে...

শেষ পৃষ্ঠা পর

উক্ত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ আবদুল করিম বলেন, দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের সহায়তায় সকলকে যার যার অবস্থান থেকে এগিয়ে আসা উচিত। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী, রাউজান উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ এহসানুল হায়দার চৌধুরী বাবুল, হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার উননেছা শিউলী, রাউজান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শামীম হোসেন রেজা, ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, মমতা'র প্রধান নির্বাহী লায়ন আলহাজ্ব মোঃ রফিক আহমেদ, হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যগণ, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক এবং হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য অনুদান পাওয়ার পর দুঃস্থ অটিজমে আক্রান্ত শিশুটি ঘাসফুল সংস্থার প্রত্যক্ষ সহায়তায় চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা গ্রহণ করছে।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের সক্ষমতা এবং পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে গত তিন মাসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২২-২৩ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী 'ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা' ও ৬ ডিসেম্বর 'Effective Micro Finance Management' শীর্ষক দুইটি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণ গুলো উদ্বোধন করেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। এ সময় তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ আপনাদের কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও সমক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং আরো নিখুঁত ও মানসম্পন্নভাবে কাজ করতে সহায়তা করবে। উক্ত প্রশিক্ষণ গুলোতে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এর প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম বিভাগের উপ-পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, আর্থিক ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান, তাঈম-উল-আলম, মোঃ সেলিম, উপ-ব্যবস্থাপক মোঃ নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম উদ্দিন, আবদুল গফুর, মোঃ নুরুজ্জামানসহ শাখার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণ গুলোর আয়োজন এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন- ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ তাজুল ইসলাম খান।

অক্টোবর - ডিসেম্বর'১৭ তিন মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

নাম ও পদবী	সময়কাল	বিষয়	আয়োজক	স্থান
মোঃ মাসুদ পারভেজ কর্মকর্তা (এমই)	২২-২৪ অক্টোবর	Micro-Finance & SME Operations Managment	সিডিএফ	সিডিএফ
মকছুদুল আলম কুতুবী সহকারী ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)	১৯-২১ নভেম্বর	Monitoring, Supervision and Auditing For MFI's	সিডিএফ	সিডিএফ

PACE ভ্যালু চেইন প্রকল্পের আওতায় কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কার্যক্রম সম্পন্ন

গত ৮ নভেম্বর নিরাপদ সবজি ও মসলা জাতীয় ফসলের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিকরণ (PACE) ভ্যালু চেইন প্রকল্পের আওতায় কর্মকাণ্ড অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম হাটহাজারীস্থ প্রকল্প কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ আব্দুল্লাহ ওয়াহিদ, ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম বিভাগের উপ-পরিচালক ও প্রকল্পের ফোকাল পার্সন সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, হিসাব ও অর্থ বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভূক্তিকরণ কার্যক্রম বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ তাজুল ইসলাম খান, ব্যবস্থাপক মোঃ সেলিম, সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন, মোঃ আরিফ, সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ নাজিমউদ্দিন ও PACE প্রকল্প সমন্বয়কারী (ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলেটেটর) এ.কে.এম. আজিজুল হক। এছাড়াও গত তিনমাসে PACE প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ছয়টি প্রশিক্ষণ ও নয়টি প্রদর্শনী। প্রশিক্ষণসমূহের বিষয়গুলো ছিল; আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চমূল্যের সবজি ও মরিচ চাষ, আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চমূল্যের সবজি, মরিচ চাষ ও নেতৃত্ব বিষয়ক কৃষক দল নেতাদের প্রশিক্ষণ। জনসচেতনতা তৈরী এবং এ ধরণের চাষে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলোর মধ্যে ছিল ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ, মিষ্টি মরিচের বীজ উৎপাদন এবং নিরাপদ সবজি প্রদর্শনী।

গত তিন মাসে (অক্টোবর - ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের নাম, স্থান ও সময়

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষকের নাম
আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চমূল্যের সবজি ও মরিচ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	মনারটিলা, মির্জাপুর চুনু মিয়া তালুকদার বাড়ী, রুহুল্লাপুর হাসমত আলী পন্ডিতের বাড়ী, আব্দুল আলী সিকদারের বাড়ী, দক্ষিণপূর্ব মেখল	০১ নভেম্বর ০২ নভেম্বর ০৭ নভেম্বর ১৪ নভেম্বর	৮০ জন পুরুষ ২০ জন মহিলা	এ. কে. এম আজিজুল হক- প্রকল্প সমন্বয়কারী (ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলেটেটর) - PACE
আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চমূল্যের সবজি, মরিচ চাষ ও নেতৃত্ব বিষয়ক কৃষক দল নেতাদের প্রশিক্ষণ	মেখল শাখা কার্যালয়,	২৬ - ২৭ নভেম্বর ০৬ - ০৭ ডিসেম্বর	১৮জন পুরুষ	শেখ আব্দুল্লাহ ওয়াহিদ, হাটহাজারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা

"উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন" প্রকল্পের কর্মকান্ড অবহিতকরণ কর্মশালা

গত ১৮ ডিসেম্বর হাটহাজারীস্থ PACE প্রকল্প কার্যালয়ে 'উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন' প্রকল্পের কর্মকান্ড অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ PACE প্রকল্পের ব্যবস্থাপক মোঃ এরফান আলী, ঘাসফুল এর প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম বিভাগের উপ-পরিচালক ও প্রকল্পের ফোকাল পার্সন সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, ব্যবস্থাপক মোঃ সেলিম, PACE প্রকল্প সমন্বয়কারী (ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলেটেটর) এ.কে.এম. আজিজুল হকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

বিবরন	তিন মাসের অর্জন		ক্রমপুঞ্জিভূত	
	মেখল	গুমান মর্দ্দন	মেখল	গুমান মর্দ্দন
স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি	২৭৭	৩৬	৫০৪৯	৬১৩
স্ট্যাটিক ক্লিনিকের সংখ্যা	৮২	৪৮	১২৬১	৪৮২
স্ট্যাটিক ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	১০৭৮	৪৭৭	১৭৭৯১	৪৫৭০
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	২৪	১২	৩১৭	১২৬
স্যাটেলাইট ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	৮২৪	৩৩৭	৯৩৪৮	৩১৬৭
অফিস স্যাটেলাইট	১০	-	১৩০	-
অফিস স্যাটেলাইট রোগীর সংখ্যা	৩২৮	-	২৬১৩	-
স্বাস্থ্য ক্যাম্প	৩	১	২৩	১২
স্বাস্থ্য ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	১১০১	২১৬	১২৪৭৬	৪৭৯৪
চক্ষু ক্যাম্প	৩	-	১৪	৪
চক্ষু ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	৪৮৫	-	৩০২৭	৯৮৯
চোখের ছানি অপারেশন	২৬	-	১৭৫	৩১
চশমা বিতরণ	-	-	২৭৪	৯১
ডায়াবেটিক পরীক্ষা	৮০৯	২২৬	১০৮৫১	১৭০৮
স্বাস্থ্য সচেতনতা সভা	১৯২	৭২	৪০১৮	৮৪২
কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট	৩৬৮০	১১০০	৮৬৬৫৪	১৩৮১০
ক্যাপসুল আয়রন,ফলিক এসিড ও জিংক	৩৫৫০	২০৬০	৩৫৪২০	১৪৬৯৪
পুষ্টি কণা	১৪৭২	৬৪৫	-	৬৩৫০
ক্যালসিয়াম (মীরাকল)	৩৪০	১০৪০	৪০৬০	২১০০
স্যানিটারী ল্যাট্রিন	-	-	৪৭	২০
পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স	-	-	০৩	-
শতভাগ স্যানিটেশন কার্যক্রম	-	-	৪৪৫	২০০
গভীর নলকূপ স্থাপন	-	-	০৮	০১
অগভীর নলকূপ স্থাপন	-	-	২৯	২০
রিং, কালভার্ট	-	-	২০	৪
ড্রেন নির্মান	-	-	০১	-
কবর স্থানের সাইড ওয়াল	-	-	০১	-
রাস্তার পার্শ্বে সাইড ওয়াল	-	-	০১	-
পুকুর পাড়ের সাইড ওয়াল	-	-	০১	-
ভার্মি কম্পোস্ট	-	-	৫০	১০
ভিক্ষুক পুনর্বাসন	-	-	১০	০৪
সবজি বীজ বিতরন	-	-	১০০০	-
বাসক কাটিং	-	-	৩৩৯৩৮	-
গাছের চারা বিতরন	-	-	৭৮৭০	৭৬৮৫
বায়োগ্যাস	-	-	০৫	০২
সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর	-		০৪	০১
চলমান শিক্ষা কেন্দ্র	৩৮	৩৫	৩৮	৩৫
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বর্তমান)	১১৪০	৮৭০	১১৪০	৮৭০

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এন্ড নলেজ ডিসিমিনেশন কার্যক্রম

মেখল ইউনিয়নে সামাজিক উন্নয়ন, দায়বদ্ধতা ও বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

গত ২২-২৫ অক্টোবর এবং ১০-১৩ ডিসেম্বর সমৃদ্ধি কর্মসূচির সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এন্ড নলেজ ডিসিমিনেশন কার্যক্রমের আওতায় মেখল ইউনিয়নে 'সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা' শীর্ষক চারটি ব্যাচে দুইদিন ব্যাপী মোট আটদিন 'বাল্য বিবাহ ও নারী নির্যাতন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। এসব প্রশিক্ষণে মেখল ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির ১৩৬ জন সদস্য ও মেখলস্থ জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, মেখল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এবং ফজলুল কাদের চৌধুরী আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৮ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির মধ্যে ছিল; সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি, সামাজিক নেতা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, আইনজীবী, ইমাম, ডাক্তার, উন্নয়নকর্মীসহ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম এধরনের ব্যক্তিবর্গ। প্রশিক্ষণে ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের এবং স্কুল শিক্ষকদের তাদের করণীয় নির্ধারন ও রাষ্ট্রীয় আইনকানুন, বিধি নিষেধ, নৈতিক দায়িত্ববোধ, এই কমিটি গঠনের উপকারিতা, অপকারিতা বিশেষ করে নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ও তালাক, মুসলিম পারিবারিক আইন, হিন্দু পারিবারিক আইন, নাগরিক অধিকার, সক্ষমতা, ন্যায্যতা, বৈচিত্রতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় মেখল ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সালাহ উদ্দিন চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রমের উপ-পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, পিকেএসএফ এর সহকারী ব্যবস্থাপক রুম্মান মুসলে। অপরদিকে মেখল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও ফজলুল কাদের চৌধুরী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত দুইটি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন যথাক্রমে প্রধান শিক্ষক দিপু চক্রবর্তী ও অধ্যক্ষ মোঃ কাজী আব্বাস উদ্দিন। এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোতে সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বকারী মোঃ নাছির উদ্দিন এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এর আইনজীবী ও আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর সাবেক প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী এডভোকেট তানভিয়া রোজলিন সুলতানা।

গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা প্রদান

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে ০১ আগস্ট ২০১৬ইং হতে বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির আওতায় গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ৭৫ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে প্রতিমাসে ৬০০ টাকা হারে ১,৩৫,০০০/-(একলক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকা বয়স্ক ভাতা ও ২ জনকে সৎকার বাবদ ৪০০০/-(চার হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়াও নিয়মিত প্রবীণ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমৃদ্ধি কেন্দ্রে আসবাবপত্র হস্তান্তর

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মেখল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নির্মিত চারটি সমৃদ্ধি কেন্দ্রে আসবাবপত্র বিতরণ করা হয়। ওয়ার্ড ভিত্তিক নির্মিত এসব কেন্দ্র এখন ওয়ার্ডের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্র গুলোতে প্রতিদিন সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা, স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি স্থানীয় সালিশ বিচার, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও ইউপি সদস্যদের ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি কেন্দ্রে ২টি টেবিল, ৩০টি হাতল চেয়ার স্ব-স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ১নং ওয়ার্ডে আসবাবপত্র হস্তান্তরকালে সংক্ষিপ্ত এক অনুষ্ঠানে মেখল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আবদুল মালেক প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, ঘাসফুলের সকল কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রয়েছে। তিনি ঘাসফুল কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মেখল ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা প্রদান

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে ০১ জানুয়ারী ২০১৬ইং হতে বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২৯৯ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে প্রতিমাসে ৬০০ টাকা হারে ১,৭৯,৪০০/-(একলক্ষ উনাশি হাজার চারশত) টাকা বয়স্ক ভাতা ও ১ জনকে সৎকার বাবদ ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়াও নিয়মিত প্রবীণ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাসফুল স্টলে প্রদর্শিত .....

১ম পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য গত ২৯ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ছয় দিনব্যাপি এক উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিদ। মেলার উদ্বোধন কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, 'সরকার প্রতিষ্ঠিত পিকেএসএফ একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান', কারন প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ দেশীয় ধ্যানধারনা ও সম্পদের মাধ্যমে সফলভাবে দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়নে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, আশা করা যায় আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে দেশে আর দারিদ্র্য থাকবে না। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মুখ্যসচিব মোঃ আবদুল করিম এবং পিকেএসএফ এর অন্যান্য কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশে কর্মরত সহযোগী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রধানগণ।

মেখল ইউনিয়নে ঘাসফুলের ......

৩য় পৃষ্ঠার পর

মেখল ইউনিয়নকে এদেশের সমৃদ্ধি ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে সকলে বদ্ধপরিকর বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ক্যাম্পগুলোর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন। উল্লেখ্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল 'দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে ০১ জুলাই ২০১৩ইং হতে বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচি'র আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান, সৌর বিদ্যুৎ, বন্ধুচলা, কেঁচো সার উৎপাদন, কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, শতভাগ স্যানিটেশন, স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন, নলকূপ স্থাপন, ঔষধী গাছ বাসক চাষাবাদ, সাজনা গাছ রোপনসহ নানামূখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৬ বছর

১২টি ঘোষণার মাধ্যমে ঢাকায় এসডিজি সম্মেলনের সমাপ্তি

অনগ্রসর গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পদশালীদের আয়বৈষম্য কমিয়ে তাদের অর্থনীতির মূলধারায় আনতে হবে

উন্নয়নে সবার অধিকার আছে কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে (এসডিজি) অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য মানসম্পন্ন জীবন- যাপনের সুযোগ তৈরি করতে হবে। অনগ্রসর গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পদশালীদের আয়বৈষম্য অবিশ্বাস্যভাবে বেড়েছে। সুতরাং অনগ্রসর গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পদশালীদের আয়বৈষম্য কমিয়ে তাদের অর্থনীতির মূলধারায় আনতে হবে। গত ৬ ডিসেম্বর নাগরিক প্ল্যাটফরম এর উদ্যোগে দিনব্যাপী রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত সম্মেলনে বক্তারা একথা বলেন। তাঁরা আরো বলেন, এসডিজি অর্জনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সবার কাজের সমন্বয় ও জবাবদিহিতা প্রয়োজন। উল্লেখ্য নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এসডিজি বাস্তবায়নে দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি প্ল্যাটফর্ম। এ প্ল্যাটফর্মের সক্রিয় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরপরই কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউটের বিভিন্ন হল রুমে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে একাধিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, গবেষকসহ নানা পেশার সহস্রাধিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের শুরুতে উদ্বোধনী অধিবেশনে বেসরকারি গবেষনা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান বলেন, এসডিজি অর্জনে সরকারের সঙ্গে বেসরকারি খাতের কাজের সমন্বয় থাকা উচিত, নাগরিক প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠান গুলো কীভাবে কাজ করবে তারও একটি কাঠামো থাকা উচিত। তিনি আরো বলেন, এনজিও গুলোর কাজের অগ্রগতি তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তার বক্তব্যে বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতো উন্নতির পরও মানুষের অনেক ব্যর্থতা রয়েছে। ➡ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

অটিজমে আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসার্থে অনুদানের চেক হস্তান্তর

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মেখল ইউনিয়নের উত্তর মেখল গ্রামের দরিদ্র দম্পতি মোঃ মোজাহের ও বিলকিছ বেগমের অটিজমে আক্রান্ত শিশু রিজিয়া সুলতানার চিকিৎসার্থে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। গত ৮ নভেম্বর হাটহাজারী উপজেলা মিলনায়তনে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থাসমূহের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এক সভায় বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মূখ্যসচিব ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুল করিম অটিজমে আক্রান্ত শিশুর মা বিলকিছ বেগমের হাতে এককালীন সহায়তার চেক হস্তান্তর করেন। পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ➡ বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুলের সফল উদ্যোগ

চট্টগ্রাম নগরীতে বন্ধ হলো বাল্যবিয়ে, বেঁচে গেল একটি জীবন

গত ০৩ অক্টোবর বিশেষ সূত্রে ঘাসফুলে খবর আসে চট্টগ্রাম নগরীতে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর বিয়ে ঠিক করে তার অভিভাবক। অভিভাবকেরা কিশোরী ছাত্রীটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে পরবর্তী শুক্রবার (০৬ অক্টোবর ২০১৭) আকদ সম্পন্ন করার তারিখও ঠিক করে ফেলে। অসহায় হয়ে ছাত্রীটি বিভিন্ন মাধ্যমে ঘাসফুলের সহায়তা কামনা করে। জেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির পর্যবেক্ষক সদস্য হিসেবে ঘাসফুল সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মৌখিক অভিযোগটি গ্রহণ করে। প্রাথমিক সত্যতা যাচাইয়ের পর ঘাসফুল সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসডিপি) এর সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমার নেতৃত্বে প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ সিরাজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ জেলা পর্যায়ে দায়িত্বরত প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে ➡ বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল
আনজুমান বানু লিমা
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : **ঘাসফুল**, ৪৩৮ মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫
ইমেইল :ghashful@ghashful-bd.org, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org